দৈনিক ইনকিলাব

29

তারিখ 05 SEP 1992 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৩

চিঠিপত্র

মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের স্বাক্ষরতা বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহেই প্রশংসার দাবী রাখে। বলা যায়, এটা সরকারের মহৎ অভিব্যক্তির প্রতিফলন। দেশ ও জনগণের কল্যাণে সরকারের সদিচ্ছা ও উদারতার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে, প্রত্যেক থানায় ১২টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। মসজিদকেন্দ্রিক এসব পাঠশালা ইসলামী ফাউণ্ডেশন পরিচালনা করবে। সরকার গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমাদের নিবেদন যে '৯১ সালের গোড়ার দিকে কিশোরগঞ্জ জিলার পাকুন্দিয়ার জড়িরপাড় গ্রামে সামাজিক কল্যাণে এবং অনাচার রোধের সংকল্পে গঠিত হয় ইসলামী যুব কল্যাণ সংসদ। উদ্যোগী ধার্মিক শিক্ষিত যুবকদের সমন্বয়ে মাসিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে মসজিদকেন্দ্রিক একটি মক্তব চালু করেছে। এতে সংসদের অসর্থনীতির ৮০%ই ব্যয় হয়। অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নে এ সংগঠনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বেকার শিক্ষিত যুবকদের অল্প পরিমাণের মাসিক এয়ানত দ্বারা পরিকল্পনাধীন অনেক কর্মসূচীই ব্যাহত হচ্ছে। এ পর্যায়ে সরকার গৃহীত সিদ্ধান্তটি উক্ত গ্রামে বাস্তবায়িত হলে ব্যয়-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে মুক্তি পেয়ে সংগঠনটি অন্যান্য সামাজিক কল্যাণে এগুতে পারতো। উল্লেখ্য যে, জড়িরপাড় গ্রামটি পাকুন্দিয়া থানার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত অবহেলিত 'একটি গ্রাম। থানা প্রশাসনের প্রায় সকল উন্নয়ন/অনুদান থেকে গ্রামবাসী বঞ্চিত।

অতএব মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নিকট জোর আবেদন যে, একটি ইসলামী চেতনার যুব সংগঠনকে উৎসাহ প্রদানে জড়িরপাড় গ্রামে একটি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দিবেন। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইসলামী যুব কল্যাণ সংসদের এ আবেদন গৃহীত হবে সরকারের নিকট রইলো গভীর প্রত্যাশা।

—এম আসাদ আব্দুল কাদির।